যায়যায়দিন

9 MAY 2012

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ..২.. কলাম ..২..

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ধোঁয়াশা

কেটে গেছে প্রত্যাশার দুই বছর

দীপন নন্দী

প্রত্যাশার দুই বছর কেটে গেলেও এখনো কাজ শুরু হয়নি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের ঘোষণা দেন। এরপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্যকালে তিনি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। কিন্তু তারপরও এখনো ঠিক হয়নি কোথায় নির্মিত হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। এমনকি ঠিক হয়নি সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় এ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করবে বা তদারকি করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ৮ মে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বলেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ইচ্ছানুযায়ী, কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কলকাতার শান্তি নিকেতনের আদলে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে।'

দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্রপ্রেমীরা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর তারা আশার আলো দেখতে থাকেন। কিন্তু, দুই বছরেও সে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন না হওয়ায় হতাশ রবীন্দ্রপ্রেমীরা।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো তথ্য জানে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির নির্মাণ প্রক্রিয়া এক প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যেই পড়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার অপেক্ষায় কেটেছে এই দুই বছর। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরপরই শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে তোড়জোড় ধোঁয়াশা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ধোঁয়াশা : রবীন্দ্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শুরু হয়। এ লক্ষ্যে অতিদ্রুতই ভূমি বরাদ্দ, ভূমি অধিগ্রহণ, আর্থিক বরাদ্দ, ব্যয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশাসংবলিত একটি ফাইলও তৈরি করা হয়। ফাইলটি ২০১০ সালের ১৯ মে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দুজন সচিবের স্বাক্ষরের পর শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবর পাঠানো হয়। বর্তমানে এই ফাইলের আর কোনো হদিস নেই।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ এই প্রসঙ্গে যায়যায়দিনকে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই বিষয়ে যা বলার তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলবে।

তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই বিষয়ে কিছু জানেন না জানিয়ে বলেন, তিনি শুধু জানেন এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ সরকার নিয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দেশ আসেনি।

এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন যায়যায়দিনকে বলেন, একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই জানেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় হবে। এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যেখানে বলবেন সেখানেই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হবে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি পুরোপুরি একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা আছে সরকারের। এতে থাকবে লোকজ সংস্কৃতি, নাট্যকলা, চারুকলা ও সঙ্গীত বিভাগ। পরে বিভাগের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা হবে। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ছাড়াও একটি অনুষদ থাকবে। শিলাইদহ ও শাহজাদপুর- এই দুই জায়গারই একটিতে মূল ক্যাম্পাস ও অপরটিতে অনুষদ স্থাপন করা হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

মূলত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ না সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর- কোথায় হবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়টি নিয়েই ঝুলে আছে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজ। দুই পক্ষেরই দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের এলাকায় হোক। এমনকি দুইটি জায়গাতেই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে জমি। আর সেই জমি দেয়ার ব্যাপারেও দুইটি এলাকার প্রশাসন রাজি হয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারায় আটকে আছে পুরো প্রকল্প। প্রকল্পটির প্রাক-বাস্তবায়নের জন্য এখনো পর্যন্ত দেয়া হয়নি কোনো বাজেট।

উল্লেখ্য, ১৮৭৬ সালে কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো শিলাইদহে আসেন। জমিদার হয়ে শিলাইদহে আসেন ১৮৯২ সালে। সপরিবারে এসে থেকেছেন কখনো আবার একাকীও এসেছেন। ঘুরে ফিরেছেন পদ্মায় নৌকায়, পালকিতে ও রেলপথে। শিলাইদহ, কয়া, গড়াই, জানিপুরের নামও উল্লেখ রয়েছে তাঁর অনেক লেখায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সন্তানদের জন্য শিলাইদহের এই কুঠিবাড়িতে 'গৃহবিদ্যালয়'ও চালু করেছিলেন। অনেক গবেষকদের মতে, কয়েক বছর পর শান্তি নিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের মূল খসড়াটি তিনি এই গৃহবিদ্যালয় থেকেই করেছিলেন। তিনি তার এই 'গৃহবিদ্যালয়ে' নিজে পড়াতেন বাংলা, শিবধন বিদ্যার্নব পড়াতেন সংস্কৃত এবং উইলিয়াম লরেন্স নামে একজন ইংরেজ শিক্ষক পড়াতেন ইংরেজি। এ ছাড়া জমিদারির অন্যতম কর্মচারী জগদানন্দ রায়ের দায়িত্ব ছিল গণিত ও বিজ্ঞান শেখাবার। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেই এখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেজন্যই শিলাইদহবাসীর দাবি এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হোক।

অন্যদিকে, শাহজাদপুরবাসীর দাবি অনুযায়ী এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যাচ্ছে। ৬০০ বিঘা খাসজমি রয়েছে, যার পুরোটাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের। এই জমিতে একসময় কবির গো-খামার ও গো-চারণভূমি ছিল।

শিলাইদহে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, শিলাইদহে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা বর্তমান সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। তাই এখানে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিৎ।

শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে- এ দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সম্প্রতি কুষ্টিয়ায় এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ বলেন, শান্তিনিকেতনের আদলে বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তা শিলাইদহেই হতে হবে। কারণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি গীতাঞ্জলীর অধিকাংশ গান সৃষ্টি হয়েছে এই শিলাইদহে। তিনি বাংলাদেশে এসে সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন এখানে। তাই শিলাইদহেই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে।

শাহজাদপুরের স্থানীয় সংসদ সদস্য চয়ন ইসলাম বলেন, শাহজাদপুরে কবিগুরুর প্রায় ৬'শ বিঘা জমি ছিল। যা এখন সরকারি খাস জমিতে পরিণত হয়েছে। তারা এই জমিতেই 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, তারা চান রবীন্দ্রনাথের নামের বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের নিজের জমিতেই হোক। আর বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য এই জমি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।